বাঙালির ‘বন্ধন’কে ব্যাঙ্কের স্বীকৃতি

এই সময়: মনে হল বিশ্বজয় করে ফেলেছি!

বুধবার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙ্ক শুরু করার চূড়ান্ত অনুমোদনের সার্টিফিকেটটা হাতে পাওয়ার পর আবেগ চেপে রাখতে পারেননি চন্দ্রশেখর ঘোষ। বিশ্বজয়ের কথা বলে একটু থামলেন। কতটা পথ হেঁটে এসেছেন সেটাই বুঝি ভাবছিলেন বন্ধন ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা। রাজনীতি ও কাব্যচর্চা ছাড়াও বাঙালি যে অনেক কিছু পারে, সেটাই যেন ফুটে উঠছিল তাঁর চোখেমুখে।

গলা ধরে আসছিল চন্দ্রশেখরের। কৃতজ্ঞ চিত্তে বললেন, ‘সার্টিফিকেট হাতে পেয়ে প্রথমেই মনে পড়ছিল আমার সহকর্মীদের কথা, যাঁদের জন্য আজ বন্ধন এবং আমি এই জায়গায় পৌঁছতে পেরেছি। ওঁরা আমার ওপর ভরসা করেছিলেন, আমার কথা অনুযায়ী কাজ করেছিলেন বলেই তো আজ এই সাফল্য!’

কলকাতাই যখন প্রথম

- ১৯৩৫ সালে ১ এপ্রিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতাতেই। ১৯৩৭ সালে আরবিআইয়ের সদর দপ্তর স্থানান্তরিত হয় মুম্বইয়ে
- এ দেশে এইচএসবিসির প্রথম শাখাটিও খোলা হয় কলকাতায়, ১৮৬৯ সালে
- ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের গোড়াপত্তনও এই কলকাতা থেকে
- স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাঙ্কও তাদের প্রথম শাখাটি খোলে কলকাতায়, ১৮৫৮ সালে

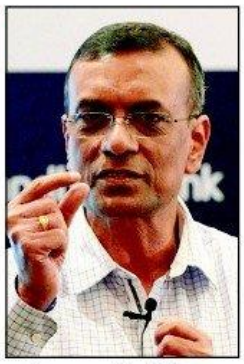

মুম্বইয়ে সাংবাদিক বৈঠকে ‘বন্ধন’-এর সিএমডি চন্দ্রশেখর ঘোষ — এএফপি

সাফল্যই বটে! ১৮২৯ সালে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের তৈরি ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পর বন্ধনই হল বাঙালির হাতে তৈরি দ্বিতীয় ব্যাঙ্ক। কিন্তু দু’জনে এক নন। ঠাকুর পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা ও সামাজিক প্রতিপত্তির কথা বাঙালির অজানা নয়। কিন্তু চন্দ্রশেখর সেই তুলনায় কিছুই নন। নিতান্তই ছাপোষা পরিবারের ছেলে। ১৯৭১ সালে সাত ছেলেমেয়ের হাত ধরে ওপার বাংলা থেকে হরিপদ ঘোষ (চন্দ্রশেখরের বাবা) উদ্বাস্তু হয়ে ত্রিপুরায় এসে আশ্রয় নেন। সংসার চালানোর জন্য চালু করেন ছোট্ট একটা মিষ্টির দোকান। সেই দোকান চালাতে বাবাকে সাহায্য করার পাশাপাশি পড়াশোনাটাও চালিয়ে যেতে ভোলেননি চন্দ্রশেখর। ১৯৮৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্ট্যাটিসটিকস নিয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি করার পর বাংলাদেশেরই একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় যোগ দেন তিনি। ১৯৯৭ সালে দেশে ফিরে পারিবারিক ব্যবসা দেখভাল করেন কিছুদিন। কিন্তু মন বসেনি বেশিদিন। গরিব মানুষের উন্নতি কী ভাবে হয়, এই চিন্তাই তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াত সারাক্ষণ।

অবশেষে ২০০১ সালে আসে সেই মুহূর্ত। হাওড়া জেলার বাগনানে একটা ছোট্ট ঘরে দু’জন সহকর্মীকে নিয়ে বন্ধনের প্রতিষ্ঠা করেন চন্দ্রশেখরবাবু। লক্ষ্য, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের আর্থিক সাহায্য দিয়ে স্বনির্ভর করে তোলা। তাঁর কথায়, ‘পরে বুঝি, শুধু ঋণ দিয়েই হবে না।

▶ এর পর এগারোর পাতায়